NOV. 22 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

শিক্ষক না থাকায় নবীগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ।। নবীগঞ্জ উপজেলার প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক না থাকায় উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি অনীহা, সচেতনতার অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর্থিক দিনতা, সর্বোপরি সরকারের সহযোগিতার অভাবে এ উপজেলার ৬ থেকে ১০ বছরের ৩ হাজার বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে প্রতিবছর আরো ৭ হাজার শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে বাধ্য হয়।

নবীগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসের সর্বশেষ ২০০১ সালের জরিপ অনুযায়ী জানা গেছে, এ উপজেলায় ১৪৮টি সরকারী, ২৩টি রেজিঃ বেসরকারী, ১টি আনরেজিঃ বেসরকারী, ৮টি স্বল্পব্যয়ী, ৪৯টি এমজিও প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী নবীগঞ্জ উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ২ হাজার ৯ শত ৯৯ জন। কিন্তু তথ্যাভিজ্ঞ

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষক না থাকায়

(১১শ পৃঃ পর)

মহলের মতে, এ সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে কম। এ উপজেলার ৬ থেকে ১০ বছরের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা ৪৪ হাজার ৬শ' ২৪ জন। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ৪১ হাজার ৬শ' ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। এ উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক স্বল্পতা ও কাংক্ষিত অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে ভর্তিকৃত ৪৪ হাজার ৬শ' ২৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রধান ও সহকারী শিক্ষক থাকার কথা আছে যথাক্রমে ১৪৬ ও ৩০৯ জন। দীর্ঘদিন ধরে ৩৮টি প্রধান শিক্ষক ও ৬৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এক শিক্ষক বা দুই শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। এর মধ্যে অনেকেই অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি ও প্রশিক্ষণে চলে যাওয়ায় অনেক বিদ্যালয়ে একজন মাত্র শিক্ষক ৩/৪শ' ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদানে হিমসিম খাচ্ছেন। অতি সম্প্রতি এ উপজেলার শিক্ষা অফিসারের পদ শূন্য হয়েছে। অফিস সহকারীরও ১টি পদ শূন্য। এ উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহ সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ।